১১শ অধ্যায়ঃ হিদায়াতের একমাত্র পথ

ইসলামের পথ একটি, একমাত্র এ পথটি-ই সঠিক পথ, সরল পথ তথা আল্লাহর পথ। আল্লাহর পথ ছাড়া আর যত পথ আছে সবই বিভ্রান্তির পথ। বিভ্রান্তির পথ ৭২টি, এই ৭২ পথের সবকটিই শয়তানের পথ। শয়তানের সকল পথের গন্তব্যই জাহান্নাম। শয়তান খুব হিংসুটে, মানুষ জান্নাতে গেলে শয়তান হিংসায় জ্বলে। তাই সে মানুষকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে চায়। সকল মানুষের মন-মানসিকতা ও রুচিবোধ যেহেতু সমান্নয়, তাই মানুষকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে শয়তান আবিস্কার করেছে নানা মত ও নানা পথ। শয়তানের অনিষ্ঠ থেকে বাঁচতে হলে এই বাহাত্তরের সবকটি পথ বর্জন করতে হবে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)

আর নিশ্চয় এটাই (ইসলাম মেনে চলাই) আমার পথ, সোজা পথ। তোমরা (দুনিয়ার সকল মুসলিম) সবাই (ঐক্যবদ্ধ ভাবে) এ পথ আঁকড়ে থাকো, তোমরা নানা পথের /ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুকরণ করো না। এমন করলে তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমাদেরকে এমন আদেশ দেয়া হল যেন তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (আল্লাহর ভয়ে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আসলে আল্লাহর পথই সঠিক পথ। আল্লাহর পথের মূল উৎস ওহী তথা কুরআন ও সুন্নাহ। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ওহীর পথ আঁকড়ে থাকতে হবে। কুরআন সুন্নাহর বাহিরে গিয়ে ভিন্ন পথ বানালে বা ভিন্ন পথ গ্রহণ করলে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছেঃ বর্তমানে আমাদের সমাজের অনেক মানুষ কুরআন সুন্নাহর বাহিরে গিয়ে দলাদলি করে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

হাদীছে বর্নিত হচ্ছে..

আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রা. বলেনঃ রাসূল সা. একদা আমাদের সামনে একটি সোজা রেখা টানলেন এবং বললেনঃ এটা হল আল্লাহর পথ। তারপর এর ডানে বামে আরো বেশকিছু রেখা টানলেন এবং বললেনঃ এসব হল শয়তানের পথ, এর প্রতিটিতে একটি করে শয়তান রয়েছে যার কাজ মানুষকে এ পথে প্ররোচিত করা। তারপর তিলাওয়াত করলেনঃ এটাই আমার পথ, সোজা পথ। তোমরা তোমরা সবাই (ঐক্যবদ্ধ ভাবে) এপথ আঁকড়ে থাকো। তোমরা নানা পথের /ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুকরণ করো না। এতে তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তোমাদেরকে এমন আদেশ দেয়া হল যেন তাকওয়া অর্জন করতে পার। (৬ আনয়ামঃ ১৫৩) (শব্দগত সামান্য পরিবর্তন সহ হাদীছটি বুখারী, তিরমিযী সহ অনেক কিতাবে বর্নিত হয়েছে। হাদীছটি সাহীহ)

সীরাত মুস্তাক্বীম পরিচিতিঃ আল্লাহর পথ একটাই, এর নাম সহজ পথ, সরল পথ, সোজা পথ তথা সীরাত মুস্তাক্বীম। সীরাত মুস্তাক্বীমের পরিচিতি দিয়ে আল-কুরআনে নাযিল হয়েছে..

(ঈসা বললঃ) নিশ্চয় আল্লাহ হলেন আমার রাব্ব, তোমাদের রাব্ব তথা সকলের রাব্ব। তাই ইবাদাত কর শুধুই তাঁর আর এটাই সীরাত মুস্তাক্বীম। (আল ই'মরানঃ ৫১)	إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আমরা আল্লাহর দাস তাই দাসত্ব ও ইবাদাত করব শুধুই আল্লাহর। আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে প্রথমে আল্লাহর মনোনিত আদর্শ গ্রহন করতে, হয়, আল্লাহর দেওয়া আইন বিধান ও নীতিমালা মেনে চলতে হয় অতঃপর একটি নর্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি মেনে দাসত্ব ও ইবাদাত করতে হয়। আর তা হল..

- এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করতে হয়, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন। ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্বশর্ত আর ঈমান আমল কবুলের পূর্বশর্ত।
- নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হয়, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি দেওয়া, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করা ও ইসলাম গ্রহন করা তথা আল্লাহর মনোনিত আদর্শ গ্রহন করা।
- আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ন আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিক ভবে মেনে নিতে হয়।
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলতে হয়।
- বাস্তব জীবনে শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীন তথা আল্লাহর মনোনিত জীবন আদর্শ মেনে চলতে হয়। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা কুফর তথা ঈমান বিনষ্টকারী মহা পাপ। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত রাখতে হয়, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।
- উল্লেখিত নিয়ম নীতি ও পদ্ধতি মেনে জীবন পরিচালনা করলে এটা আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে গন্য হয়। নতুবা এসব বেহুদা ও বাজে কাজে রূপান্তরিত হয়।

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41)
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42)

ইবলিস বললঃ হে রাব্ব! যাদের জন্য আপনি আমাকে বিপদগামী করেছেন আমি তাদের জন্য (পাপকাজ ও পাপ পথকে) শোভিত করে দেব এবং তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। তবে যারা আপনার খাঁটি বান্দা তাদেরকে পারব না। আল্লাহ বললেনঃ এটা-ই (দ্বীন পালনে খাঁটি ও নির্ভেজাল থাকাই) আমার কাছে পৌঁছার একমাত্র সোজা পথ। নিশ্চয় আমার বান্দারা (ঈমান ও নীতি আদর্শের উপর এতো মজবুত ও অবিচল থাকবে যে) তাদের উপর তোমার প্রভাব বিস্তার কারতে পারবে না।

তবে শুধু যেসব বিভ্রান্ত লোকেরা তোমার আনুগত্য মেনে নেবে (এবং কেবল তাদেরকে-ই তুমি বিভ্রান্ত করতে পারবে) (১৫ হিজরঃ ৩৯-৪২)

জ্ঞাতব্যঃ ইবলিসের পলিসি মূলত দুইটা। যথা..

ক. মন্দকাজ ও মন্দ পথকে শোভিত করে দেখানো তথা প্রতারণা।

খ. ছল চাতুরি ও নানা কৌশল অবলম্বন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা।

শয়তান থেকে বাচার উপায়ঃ শয়তান থেকে বেচে থাকার একমাত্র উপায় হল মুখলিস থাকা তথা নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তক্র ভেজালমুক্ত রাখা আর দ্বীন পালনে ভেজালমুক্ত থাকাই সীরাত মুস্তাক্বিমের মূলকথা।

ইবাদাতের একমাত্র পদ্ধতিঃ সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার নামই হিদায়াত আর হিদায়াতের একমাত্র পথ আত্মসমর্পন। সঠিক পথ পেতে হলে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20)

(হে নবী!) তারা যদি (দ্বীন নিয়ে) তোমার সাথে বিবাদ/বিতর্ক করে তবে বলে দিওঃ (আমরা বিবাদ করি না। কারণ) আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। অতএব যাদের কাছে কিতাব রয়েছে আর যারা উম্মি তাদের (শিক্ষিত অশিক্ষিত) সবাইকে জিজ্ঞেস কর তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছো? যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করবে কেবল সে-ই হেদায়াত পাবে আর যে বিমুখ হবে (সে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তবে এ নিয়ে চিন্তা কর না) তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ বান্দাদের প্রত্যক্ষ করেন। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ২০)

পর্যালোচনাঃ তর্ক আর আত্মসমর্পন দুটি বিপরীত ধর্মী বিষয়। তর্ক মানুষকে দাম্ভিক্য, হঠকারিতা ও বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দেয়। আর আত্মসমর্পন সরল পথ সুগম করে দেয়। হিদায়াতের পূর্বশর্ত আত্মসমর্পন। হিদায়াত পেতে হলে আলিম জাহিল, জ্ঞানী মুর্খ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাইকে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করতে হয়। কুতর্ক, কুযুক্তি, হঠকারিতা বা টালবাহানা বিভ্রান্তি অনিবার্য করে তুলে।

আত্মসমর্পনের নমুনাঃ আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পনের অনুসরণীয় বাস্তব নমুনা হচ্ছেন মুহাম্মাদ সা.র সাহাবাগণ। সাহাবাগণ যেভাবে আত্মসমর্পন করেছেন, যেভাবে ঈমান এনেছেন এবং যেভাবে আমল করেছেন; আমাদেরকে ঠিক সেভাবে আত্মসমর্পন করতে হবে, ঠিক সেভাবেই ঈমান আনতে হবে এবং আমল করতে হবে। সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ হচ্ছে..

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(137)

(তাই রাসূল সা.'র সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়া'লা বলছেন) আর তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছো তারাও যদি সেভাবে ঈমান আনে তারা হিদায়াত পেয়ে যাবে। আর অন্যথা করলে (মনে করবে) তারা (দ্বীনের) বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রুতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাক্বারাহঃ ১৩৭)

বিঃ দ্রঃ= দ্বীনের ৩টি দিক রয়েছে। যথাঃ বিশ্বাসগত দিক, নৈতিক দিক ও কর্মগত দিক। এ তিন দিক থেকেই সাহাবাদের অনুকর করতে হবে কিন্তু আমাদের সমাজের অনেকেই শুধু কয়েকটি কাজে ও কিছু কাহিনীতে সাহাবাদের কথা বলেন আর নৈতিক আদর্শিক ও বিশ্বাসগত ভাবে এসবের তোয়াক্কা করেন না, তবুও নিজেকে সাহাবাদের অনুসারী মনে করেন আত্মতৃপ্তির ডেকুর তুলেন।

আত্মসমর্পনের পদ্ধতিঃ আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পনের একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

মুঅমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের (মুঅমিনদের) মাঝে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী হবে তাদের। আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাকলে সকল সমস্যায় (সমাধানের জন্য) আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) কাছে ছুটে যাও। এটাই সর্বোৎকৃষ্ট সঠিক পথ। (৪ নিসাঃ ৫৯)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ আনুগত্য ও অনুকরন

আনুগত্য পরিচিতিঃ শারীয়া'হ আইনের মূল বিষয় আনুগত্য। কারো বৈধ আদেশ বা নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য। আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর, রাসূলের এবং কর্তা ব্যক্তিদের। তারমধ্যে..

- আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব। সুতরাং আল্লাহর সকল আদেশ-ই বৈধ এবং সকল আদেশ-ই মেনে চলতে হবে।
- রাসূলের আনুগত্য করতে হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে। (দেখুন নিসাঃ ৬৪) তাই আল্লাহর কুরআনের বিপরীতে হলে রাসূলের হাদীছ মানা হয় না।
- আর কর্তাব্যক্তিদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৫৯)

অনুকরণ পরিচিতিঃ কোনো ব্যক্তি, সমাজ, কিতাব বা নীতিকে হুবহু মেনে চলার নাম অনুকরণ। সাধারণত মানুষ তার বাস্তব জীবনে চারটি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। আর এ চারটি বিষয় হল..

- আদর্শের অনুকরণ
- ব্যক্তির অনুকরণ
- কিতাব বা বিধানের অনুকরণ
- সমাজের অনুকরণ।

আমরা আল্লাহর দাস। তাই আমরা অনুকরণীয় হিসেবে শুধু এটা-ই মেনে নেব যা মানতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর বিধান মেনে আমরা মুসলিমরাও উল্লেখিত চারটি বিষয়ের অনুকরণ করব। যেমন..

- অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে আমরা মেনে চলব ইবরাহীম আঃর আদর্শ তথা তাওহীদ ও শিরক মুক্ত থাকার আদর্শ। এ আদর্শের বিপরীতে অন্যকিছু মেনে নিলে শিরক হয়। (দেখুন সূরাহ হাজ্জ ২২/৭৮)
- ব্যক্তি হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ। মুহাম্মাদ সাঃর বিপরীতে অন্য কাউকে অনুকরণীয় হিসেবে মেনে নেওয়া কুফর। (দেখুন সূরাহ আ-ল ই'মরানঃ ৩/৩১)
- কিতাব বা বিধান হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় বিধান হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে আগত বিধান। এর বিপরীতে অন্য কিছু মেনে নিলে কুফর ও শিরক হবে। (দেখুন সূরাহ আনয়া'মঃ ৬/১০৬)
- সমাজ হিসেবে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় সমাজ হচ্ছে সাহাবাদের সমাজ। এ সমাজের বিপরীতে অন্য সমাজের অনুকরণ করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহ ২/১৩৭)

অর্থাৎ আল্লাহর পথে চলতে হলে সাহাবাদের মত আত্মসমর্পন করতে হবে। আর আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীনদার নেতৃত্বের আনুগত্য করতে হবে। একমাত্র এপথই সঠিক পথ, এছাড়া বাকি সব বিভ্রান্তি। বর্নিত হয়েছে..

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ ইয়াহুদ ৭১ (অথবা বলেছেন ৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল। নাসারাগণও তাই। আর আমার উম্মত ৭৩দলে বিভক্ত হবে। এরা সবাই জাহান্নামী হবে একটিমাত্র দল ছাড়া। লোকজন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই দল কোনটি? বললেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শে অবিচল থাকবে। (আবু-দাউদঃ ৪৫৯৬, তিরমিযীঃ ২৬৪০, ইবন মাজাঃ ৪৭৯। হাদীছটি সাহীহ)

তাই আসুন!

- আমরা মৌলিক নীতিমালা মেনে দ্বীন বুঝার চেষ্টা করি,
- সকল প্রকার বিভক্তি, বিভাজন ও দলাললিসহ বিভ্রান্তির সকল পথ বর্জন করি,
- উম্মতের ঐক্য বজায় রেখে হিদায়াতের একমাত্র পথে অবিচল থেকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ি,
- আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পন করি ভেজালমুক্ত দ্বন পালনের চেষ্টা কর
- নৈতিক, আদর্শিক, বিশ্বাস ও কাজে-কর্মে রাসূল সা. ও সাহাবাদের অনুকরণ করি,
- আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীনদার নেতৃত্বের আনুগত্য করি
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে ইসলামী আদর্শ ও ওহীর বিধান মেনে চলি
- শুধু কিছু কাজেই নয়, নৈতিক ও আদর্শিক ভাবেও সাহাবাদের আদর্শে জীবন গঠন করি।

ইন শা-আল্লাহ, এমন হতে পারলে আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করবেন। আমাদের ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন, স্থান দেবেন আপন রহমতের ছায়ায়। এটাই আমাদের আশা ও প্রত্যাশা।

বিঃ দ্রঃ- সাহাবাদের আদর্শ বলতে বুঝায় নীতি, আদর্শ, বিশ্বাস ও কর্ম তথা সকল কিছুতেই সাবাহাদের অনুকরণ করা। হিদায়াত পেতে হলে শুধু এক/দুটি কাজে বা আংশিকভাবে সাহাবাদের অনুকরণ যথেষ্ট নয়। আমাদের নীতি, আদর্শ, বিশ্বাস ও কর্ম আর কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনে পছন্দ অপছন্দ, পারিবারিক নিয়ম নীতি, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, কৃষি, কারিগরি, ইবাদাত বন্দেগী, খাদ্য, পানীয়সহ জীবনের সকল বিষয়ে আল্লাহ রাসূলের আনুগত্য এবং সাহাবাদের আদর্শ অনুকরণ করতে হবে।

অবশেষে মহান প্রভুর পাক দরবারে আকুল আবেদন, হে আল্লাহ! তুমি নিজ দয়ায় আমাদেরকে বিভ্রান্তির সকল পথ থেকে হেফাজত কর এবং তোমার পথে পরিচালিত কর।